উপস্থিত ঃ- মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ

আদেশ নং-২৪

তারিখ- ০৯/০৬/২০২২ ইং

অদ্য একতরফা অধিকতর শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করেছেন। বাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। যুক্তিতর্ক শ্রবন করলমা।

অতপর নথি আদেশের জন্য নেওয়া হলো। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদী আরজি তফসিল বর্নিত নালিশী কবলা ও বি এস খতিয়ান সংশোধনের ডিক্রীর প্রার্থনায় ১-২১ নং বিবাদীদের বিরুদ্ধে অত্র মামলা আনয়ন করেছেন।

১-২১ নং বিবাদীর প্রতি সমন সঠিকভাবে জারি হলেও তারা অত্র মামলায় হাজির হতে ব্যর্থ হয়। যার প্রেক্ষিতে বিগত ২৮/০২/২০২২ ইং তারিখের ২২ নং আদেশমূলে তাদের বিরুদ্ধে এক-তরফা শুনানীর জন্য ধার্য হয়।

অত্র মামলা প্রমানের জন্য বাদীপক্ষে ১ নং বাদী **বদিউল আলম P.W.-1 ও আমির হোসেন P.W.-2** হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। বাদীপক্ষ দাবির সমর্থনে নিন্মবর্নিত কাগজাদি দাখিল করেন।

১। কুদুরখিল মৌজার আর এস- ৪০৯০ নং খতিয়ান এর জাবেদা নকল যা প্রদর্শনী- ১

২। একই মৌজার বি এস ৬৭৯ নং খতিয়ান এর জাবেদা কপি প্রদ- ২

৩। ২৯/০৬/১৯৬৭ ইং তারিখের ৫৪৬২ নং কবলার জাবেদা নকল যা প্রদর্শনী- ৩

৪। ২৯/০৩/১৯৮৮ ইং তারিখের ৮৯৫ নং কবলার জাবেদা নকল যা প্রদ- ৪

৫। ০৮/০৬/১৯৯৮ তারিখের ১১৫৫ নং কবলার জাবেদা নকল প্রদ- ৫

৬। খাজনার দাখিলা প্রদ- ৬ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করা হলো।

বদিউল আলম P.W.-1 ও আমির হোসেন P.W.-2 এর গৃহীত জবানবন্দি, নথি ও দাখিলকৃত কাগজাদি (প্রদর্শনী ১-৬) দেখলাম এবং পর্যালোচনা করলাম। সার্বিক পর্যালোচনায় বাদীপক্ষের নালিশী খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ব, স্বার্থ ও দখল রহিয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

এমতাবস্থায় বাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে বলে আমি মনে করি। সুতরাং বাদীপক্ষ তাদের প্রার্থীত প্রতিকার পেতে হকদার।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ও দলিল সংশোধনের প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১-২১ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে এক-তরফাসূত্রে বিনাখরচায় ডিক্রি প্রদান করা হলো।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, নালিশী তফসিল বর্ণিত ০৬ শতক ভূমিতে বাদীর উত্তম ও অপরাজেয় স্বত্ব রহিয়াছে এবং উক্ত ভূমি সংশ্লিষ্ট বি.এস ৬৭৯ নং খতিয়ানে বাদীর পূর্ববর্তী বায়ার নামে রেকর্ড না হয়ে বিবাদীগণ কিংবা তাদের পূর্ববর্তীদের নাম ভুল ও অশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যা যথারীতি বে-আইনী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীগণের উপর বাধ্যকর নয়।

এতদ্বারা বিবাদী দাতা- আজিজুল হক কর্তৃক গ্রহীতা-বাদী বাদশা মিয়ার অনুকূলে সম্পাদিত বোয়ালখালী সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, চট্টগ্রাম গত ০৮/০৬/১৯৯৮ খ্রিঃ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ১১৫৫ নম্বর বিক্রয় কবলা দলিলের তফসিলে বি এস ৬৭৯ নং খতিয়ানে **" বি এস ১২২৬৭ *বার হাজার দুইশত সাতছট্টি* নম্বর দাগের স্থলে *বি এস ১২২৩৭ বার হাজার দুইশত সাইত্রিশ* নম্বর দাগ "** লিপিবদ্ধ করে উক্ত মূল দলিলটি সংশোধন করার (বাদীপক্ষ কর্তৃক সংশিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট উপস্থাপন সাপেক্ষে) এবং তৎকারণে উক্ত দলিল সংশিষ্ট *১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের বই নং-১ এর ২০ নম্বর বালামবহির* সংশিষ্ট *২৮০-২৮৪* পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করার জন্য জেলা রেজিস্ট্রার, কোর্ট বিল্ডিং, চট্টগ্রাম কে নির্দেশ দেওয়া হলো।

আরজীর সত্যায়িত ফটোকপিসহ অত্র ডিক্রির অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে জেলা রেজিস্ট্রার, কোর্ট বিল্ডিং, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে লিখিত ও সংশোধিত

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম